প্রথম আলো

তারিখ 17 APR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষায় নিয়োগ ও বদলিতে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুজন কর্মকর্তার ওপর বর্তায়। তাঁরা হলেন চেয়ারম্যান এবং সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনসিটিবির চেয়ারম্যান মো. মহির উদ্দিনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে। কিন্তু সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) সিরাজুল ইসলামকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (উন্নয়ন) পদে বদলি করেছে। শিক্ষা ক্যাডার-সংশ্লিষ্টরা একে এক ধরনের পুরস্কার আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এক যাত্রায় দুই রকম ফল হয় কীভাবে?

শিক্ষকতা নয়, আগ্রহ পরিদর্শনে: ডিআইএ শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে 'মধুর হাঁড়ি' নামে পরিচিত। এই অধিদপ্তর ২৬ হাজার ৩৩৩টি এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত সরকারি-বেসরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না নিরীক্ষা করে দেখে। সেখানে কর্মরত সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেশির ভাগই পদের দখল ছাড়তে রাজি নন। উপপরিচালক মো. আবদুল মজিদ হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও অধিদপ্তরে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালন করছেন। মাঝখানে কিছু সময় বাদ দিয়ে ২০০১ থেকে তিনি সেখানেই আছেন। আরেক উপপরিচালক সাইফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীও একইভাবে তৃতীয়বারের মতো কাজ করছেন ওই প্রতিষ্ঠানে।

ইসলামি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক কে এম কওসার আলী মাঝখানে বিরতি দিয়ে ২০০৩ থেকে আছেন ডিআইএতে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে পাশের ভবন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পিএইচডি করার পর শিক্ষকতায় যেসব ব্যক্তির অবদান রাখার কথা, তাঁরাও ডিআইএ ছাড়তে চাননি। সমাজকল্যাণ বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক, ড. মো. আতাউর রহমান মাঝখানে সামান্য বিরতি দিয়ে ২০০৩ থেকে সহকারী পরিদর্শক থেকে পরিদর্শক হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

একইভাবে একবার এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আবারও ফিরে আসা কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্যবস্থাপনার শিক্ষক জসিম উদ্দিন, [illegible]নের শিক্ষক মজিবুর রহমান, ইংরেজির শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

জানা যায়, ডিআইএ ছাড়াও ঢাকায় অবস্থিত শিক্ষার বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রকল্পে আসা বা এখানে টিকে থাকার থাকার জন্য ব্যাপক তদবির হচ্ছে। এ ধরনের বদলির ঘটনায় আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ডিআইএতে সহকারী পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত দুজন শিক্ষক সম্প্রতি পাশের ভবন শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁদের একজন ২০০৭ সালে বরিশালের উজিরপুরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে ঘুষ নেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত হন। সরকারি কলেজের আরেক শিক্ষক ডিআইএতে সহকারী পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন নীতিনির্ধারকের কাছাকাছি আছেন। তাঁকে ঘিরে দুর্নীতিবাজদের মধ্যে এক ধরনের ভরসা তৈরি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখায় সদ্য নিয়োগ পাওয়া একজন উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালককে ঘিরে নানা গুঞ্জন চলছে।

আবার সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মোজাহার হোসেনকে বগুড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর চাকরির মেয়াদ ঢাকা বোর্ডে তিন বছর পূরণ হয়নি। ছেলে এইচএসসি পরীক্ষার্থী হলেও তাঁকে ঢাকায় থাকার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

দুদকের আগ্রহ যাঁদের নিয়ে: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকসহ সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়েছে। এখন চার কর্মকর্তা ও আটজন নিরীক্ষকের ওপর চলছে বিশেষ তদন্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগ আছে।

দুদক সূত্র জানায়, ওই চার কর্মকর্তা হলেন উপপরিচালক মো. আবদুল মজিদ, শিক্ষা পরিদর্শক কে এম কওসার আলী, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক মোহা. আতাউল হক খান এবং নিরীক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুস সামাদ শেখ। কে এম কওসার আলীকে গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

দুদকের তালিকায় থাকা অন্য আট নিরীক্ষকের মধ্যে আছেন খবির উদ্দিন আহমেদ, মমতাজুল করিম, মো. আব্দুল মান্নান, মাহমুদুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম, ফারুক গাজী, ওবায়দুর রহমান ও বরুণ মিস্ত্রী।

এক কলেজে দুই অধ্যক্ষ: লালমনিরহাটের পাটগ্রাম জসমুদ্দিন আব্দুল গনি সরকারি কলেজে ২০০৭ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান আব্দুর রউফ মণ্ডল। রংপুর কারমাইকেল কলেজে একটি অপ্রীতিকর ঘটনায় ইন্ধনের অভিযোগে তাঁকে ওই কলেজে পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে বদলি না করেই অধ্যাপক আব্দুর রহিমকে ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছে। ফলে আগের অধ্যক্ষ দায়িত্ব ছাড়ছেন না। নতুন অধ্যক্ষ যোগ দিতে পারছেন না।

এদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে রংপুর কলেজের একজন অধ্যাপককে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে চাওয়া হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

পাঁচ পদে ছয় শিক্ষক এবং অতঃপর: ডিআইএতে সহকারী পরিদর্শকের পদ খালি ছিল পাঁচটি। [illegible] শিক্ষক [illegible] ফিরোজপুরের সরকারি থেকে, ঢাকায় আসার আগেই পাঁচটি পদ পূরণ হয়ে যায়। এরপর তিনি আর যোগ দিতে পারেননি। চার মাস ধরে তাঁর বেতন বন্ধ ছিল।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত বছরের ৩০ অক্টোবর থেকে হেমায়েত উদ্দিন ডিআইএতে যোগদানের চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য গত ৩০ ডিসেম্বর সেখানে কর্মরত সহকারী পরিদর্শক ড. সাখাওয়াত হোসেনকে মুরাদনগর জিন্নাতুন্নেসা কলেজে বদলি করা হয়। কিন্তু তিনি ওই কলেজে যেতে রাজি হননি। নিজ জেলার বাসিন্দা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার আশীর্বাদে তাঁর বদলি বাতিল হয় বলে শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

এরপর হেমায়েত উদ্দিনকে জায়গা করে দিতে ডিআইএতে ২০০৫ সাল থেকে কর্মরত সহকারী পরিদর্শক গোলাম রাব্বানীকে বদলি করা হয় কুমিল্লা সরকারি কলেজে। তিনিও সেখানে যেতে রাজি ছিলেন না। শেষে হেমায়েত উদ্দিন এবং গোলাম রাব্বানী উভয়ই গিয়েছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোজাম্মেল হক খানের কাছে। সেখানে একজন সাংসদকে ডেকে আনেন গোলাম রাব্বানী। ওই সাংসদের অনুরোধে রাব্বানীকে কুমিল্লা সরকারি কলেজের বদলে পছন্দের কলেজে পাঠানোর আশ্বাস দেন অতিরিক্ত সচিব। এভাবে চার মাসের টানাপোড়েন শেষে হেমায়েত ডিআইএতে যোগ দিতে পেরেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্বেগ: শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জারি করা পরিপত্রে বলেছে, নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করার জন্য কেউ কেউ কালক্ষেপণ করছেন এবং বদলি বাতিলের জন্য মন্ত্রী-সাংসদসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করানোর চেষ্টা করছেন। এমনকি অনেক কর্মকর্তা শিক্ষার বিশেষ পদে বা বিশেষ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সই করা ওই পরিপত্রে বলা হয়েছে, 'এ ধরনের তদবির ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার আওতায় অসদাচরণ বলে গণ্য এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' এতে আরও বলা হয়, যাঁরা এ ধরনের তদবিরের আশ্রয় নেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনেও তা সন্নিবেশিত হবে।

আছে রাজনীতি: ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হকের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। যদিও তিনি ওই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, স্থানীয় সাংসদের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তাঁকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, তিনি বিশেষ দলের সমর্থক।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য: এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রথম আলোকে বলেন, নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি আছে। ওই কমিটি যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এসব কাজ করে থাকে। তিনি বলেন, এটা সত্য, কিছু নিয়োগ ও বদলি যথাযথ হচ্ছে না। এর কারণ সব ব্যক্তি সম্পর্কে যথাযথ ও সঠিক তথ্য সব সময় কমিটি হয়তো পায় না। তবে অধিকাংশ নিয়োগের বেলায় যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রাধান্য পায়।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, এটা দুঃখজনক, শিক্ষকদের বেশির ভাগ এখন কর্মকর্তা হতে চান। শিক্ষকতার চেয়ে তাঁদের প্রশাসন, পরিদর্শন এবং পরিকল্পনায় আগ্রহ বেশি। এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট কমিটি।